সংবাদ

16 APR 2003

পৃঃ ৩

টুঙ্গিপাড়ায় ছাত্রলীগের প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন

মেধা ও মনন, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী ও ইশতিয়াক হুসাইন, টুঙ্গিপাড়া থেকে ঃ সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে 'মেধা, মনন, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ, সুপ্রশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর প্রতি এ আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকারের পাপের বোঝা এত ভারি হয়েছে যে, এখন তাদের নিজেদের কথাতেই সত্য বেরিয়ে আসছে। জোট সরকারের এক মন্ত্রী বলেছেন, বোমা মেরে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, আন্দোলন করলে ঠ্যাং ভেঙে দেবেন। যারা এ ধরনের হুমকি দেয় তারা দেশকে কি দেবে? বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন; কিন্তু আমি ছাত্রদের হাতে কলম তুলে দিয়েছি।

বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরে সারাদেশে অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনেছে, পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে জাতিগত সংঘাত দূর করেছে, লোডশেডিং দূর করেছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে প্রশিক্ষণ ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

প্রশিক্ষণ ঃ কর্মশালা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার হার ৪৫ থেকে ৬৬ ভাগে উন্নীত করেছে। কিন্তু ১লা অক্টোবরের ষড়যন্ত্রের নির্বাচনে জনগণের সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়েই ক্ষমতায় এসেছেন। অথচ তিনি ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন, রক্ত দেবেন কিন্তু গ্যাস দেবেন না। খালেদা জিয়া যেভাবে দেশ ও গণতন্ত্রকে বিক্রি করেছেন ১৭৫৭ সালে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরও একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রি করেছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সবসময় ষড়যন্ত্র চলে। বারবার আঘাত করে তাদের দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের এসব মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, বিএনপির কোন আদর্শ নেই। দুর্নীতি, দখল আর সন্ত্রাসই তাদের আদর্শ। তারা '৭১-এর পরাজিত শক্তির পদলেহনে ব্যস্ত। স্বাধীনতার বিরোধিতাকারীকে তারা টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী বানিয়েছে। তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাদ দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়েছে। কিন্তু তারা কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে পারবে না।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আগামী ২০২১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী হবে। কিন্তু আমরা কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেই সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব?

গতকাল ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা ও কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি লিয়াকত সিকদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, আবদুল মান্নান, আবদুর রহমান, শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, অজয় কর খোকন, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, গাজী মেসবাউল হোসেন সাচ্চু। কর্মশালার শুরুতে গঠনতন্ত্র ও সংশোধনী উপ-কমিটির আহ্বায়ক আনিসুর রহমান নতুন গঠনতন্ত্র শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন। পরে আওয়ামী লীগ নেত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এ গঠনতন্ত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন।

দু'দিনব্যাপী বর্ধিত সভা ও কর্মশালার আয়োজনকে কেন্দ্র করে সারাদেশের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের আগমনে টুঙ্গিপাড়া এখন মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। কর্মশালার প্রথম দিনে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল কায়েস, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। আজ কর্মশালার শেষ দিন।